দৈনিক
ইনকিলাব
16 JUL 2008

এ কে স্কুল এন্ড কলেজ

অভিভাবক লাঞ্ছিত করার ঘটনা ধামাচাপা দিতে সেলিম ভুঁইয়ার চেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার দনিয়া এ কে স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবক লাঞ্ছিত করার ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই কলেজের অবৈধ ও বিতর্কিত প্রিন্সিপাল সেলিম ভুঁইয়া। এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়েরও

৭ ঃ ৮ ক ঃ ৪

সেলিম ভুঁইয়ার চেষ্টা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

সমর্থন নেয়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে সেলিম ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষক-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের ব্যাপক ক্ষোভের কারণে গত ৩ দিন যাবৎ তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে ঢুকতে পারছেন না। এ অবস্থায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবগঠিত গভর্নিং বডির সহযোগিতায় তিনি এবার বিষয়টিকে ভিন্ন দিকে মোড় ঘোরানোর তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরই অংশ হিসেবে তিনি গতকাল কলেজে না গিয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি ও আরো কয়েক জন সদস্যের সাথে বিজয়নগরের একটি অফিসে এক গোপন বৈঠক করেন বলে জানা গেছে। সেখানে তারা আগামী বৃহস্পতিবার অভিভাবক লাঞ্ছনার ঘটনায় এক বিচার সভার আয়োজন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন।

দাউদকান্দি থেকে এ কে এম সালাহউদ্দিন আহমদ জানান : রাজধানী ঢাকার দনিয়া কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গণস্বাক্ষর শুরু হয়েছে। কুমিল্লা জেলার ১৭টি থানা ও উপজেলার অনেক স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্তির নামে প্রায় ৩০ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ গতকাল (মঙ্গলবার) প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে প্রেরিত আবেদনপত্রে গণস্বাক্ষর নেয়া শুরু হয়েছে। এই গণস্বাক্ষরে যেসব স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত নাম করে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া টাকা আত্মসাৎ করেছে উক্ত সকলের স্বাক্ষর গ্রহণ ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যক্ষের স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে। বিগত জামায়াত-বিএনপি সরকারের ৫ বছরের শাসনামলে আন্দোলনের হুমকি দিয়ে কুমিল্লা জেলার অধিকাংশ স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও অধ্যাপককে আন্দোলনের কথা বলে একত্রিত করে। পরবর্তীতে সরকারের সাথে লাখ টাকার বিনিময়ে আঁতাত করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে, দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া মহিলা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফাতেমা বেগম যিনি অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার আপন বোন তিনি কুমিল্লা জেলা মেঘনা উপজেলার বিএনপির মহিলা দলের সভানেত্রী, স্কুলে দায়িত্ব পালন না করে এলজিইডির প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারি লাইসেন্স নিজের নামে করে সাভামান কুমিল্লা এলজিইডির অফিসে টেন্ডারের কাজ নেয়া, সম্পূর্ণ কাজ না করে বিল উত্তোলন, স্কুলের তহবিল তছরূপ থেকে শুরু করে এমন কোন দুর্নীতি নেই উক্ত প্রধান শিক্ষিকার ভাই অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার ক্ষমতায় করেনি। এলাকার জনগণ ও অভিভাবকবৃন্দ বিগত জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের শাসনামলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড পর্যন্ত দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে আবেদন করেছেন। সেসব আবেদনপত্র ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। তবে বর্তমানে নতুন করে গত ১৪ জুলাই শিক্ষা উপদেষ্টা কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কাছে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার বোন প্রধান শিক্ষিকা ফাতেমা বেগমের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, আমরা শিক্ষক ফেডারেশন নেতা অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া, দাউদকান্দি উপজেলার বারপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ফাতেমা বেগমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নতুন করে তদন্ত করছি। তবে তদন্তে প্রমাণিত হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। কোনভাবেই এসব অভিযোগ ছাড় দেয়া হবে না। জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের শাসনামলে উক্ত প্রধান শিক্ষিকা ফাতেমা বেগমকে কুমিল্লা সদর উত্তরে বিভিন্ন মন্ত্রীর জনসভায় এবং কুমিল্লা দক্ষিণে জামায়াত-বিএনপির সকল মন্ত্রীদের পেছনের সারিতে বসে থাকতে দেখা গেছে। সেসব ছবি ও সংবাদ দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও বেসরকারী টিভি চ্যানেলে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে, অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার আপন ভগ্নিপতি মেঘনা উপজেলার এল.এন উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক ও মেঘনা উপজেলার সাবেক বিএনপির সভাপতি আক্কাস উদ্দিন মাস্টার গত দু'মাস যাবৎ উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবার জন্য গণসংযোগ, সভা-সমাবেশ চালিয়ে গেলেও দৈনিক ইনকিলাবে তাদের অপকর্মের সংবাদ প্রকাশিত হবার পর উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হবার আকাঙ্ক্ষা ভেঙে গেছে। মেঘনায় অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মেঘনাবাসী এখন অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া ও তার ভগ্নিপতি আক্কাস উদ্দিন মাস্টারকে এলাকায় পেলে গণধোলাই দিবে। অবাঞ্ছিত পরিবার হিসেবে মেঘনা উপজেলায় সর্বত্র পরিচিত অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার পরিবার-পরিজন গত ৫ বছরে রাতারাতি কোটি কোটি টাকা ছাড়াও বহু সহায়-সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার ভগ্নিপতি আক্কাসউদ্দিন মাস্টারের একমাত্র ছেলে আবুল কাদের ওরফে একটি ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলে। ২০০১ সালের পর এই বাহিনী এলাকায় ত্রাস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি চাঁদার জন্য এই বাহিনী মাধবপুর গ্রামে শতাধিক বাড়ী লুটপাটসহ ভাংচুর করেছিল। অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার আরেক ভাই কুসুম আসন্ন মানিকারচর ইউপি নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য গণসংযোগ, সভা-সমাবেশ চালিয়ে গেলেও দৈনিক ইনকিলাবে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনিও গত ৪ দিন যাবৎ এলাকা ছেড়ে গায়েব হয়ে যান। এ ব্যাপারে মেঘনা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, একজন স্কুল শিক্ষক হয়ে কিভাবে একটি দলের সভাপতি নির্বাচিত ও একজন প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারি লাইসেন্স পাওয়াসহ তার করা সকল উন্নয়নমূলক কাজ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তবে শিগগিরই দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদের কারণে আক্কাসউদ্দিন মাস্টারকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হবে। সঠিক জবাব না পেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া দুর্লীগ করতেন। এই দলে কোন সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকাবস্থায় বিএনপিতে যোগদান করেন। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি। অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার গ্রামের বাড়ী মেঘনা উপজেলার মাধবপুর গ্রামে হলেও এই গ্রামে একটি লোকও এই পরিবারকে ভাল জানে না। জামায়াত-জোট সরকারের ক্ষমতা চলে যাবার অল্প কিছুদিন পর ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের গেটে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়াকে প্রতিপক্ষ সংগঠনের নেতারা দুর্নীতির অভিযোগে জুতা দিয়ে বেদম প্রহার করে মারাত্মক আহত করে। তখন অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া অন্য একটি গাড়ীতে চড়ে কোন রকমে জীবন রক্ষা করেন। তার সাথে থাকা কেরানীকে এ সময় প্রহার করে হাত ভেঙে দেয়া হয়েছিল। অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া তখন রমনা থানায় নিজে বাদী হয়ে একটি জিডি এন্ট্রি করেছিলেন কিন্তু মামলা করার সাহস পায়নি। ছবিসহ অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়ার সংবাদটি দেশের শীর্ষস্থানীয় অনেক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।